শশিশেখর।

"চণ্ডীদাস", "মুসলমান বৈষ্ণব কবি", "জ্ঞানদাস", "প্রাচীনা স্ত্রী কবি",
"বলরামদাস", "নবীন সম্রাট" প্রভৃতি গ্রন্থের
সম্পাদক এবং প্রণেতা

শ্রীরমণীমোহন মল্লিক এম, আর, এ, এস,

সম্পাদিত।

কলিকাতা,

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,
"কালিকা মেসিন যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ।০ আনা।

সূচিপত্র।

শশিশেখর।

"চণ্ডীদাস", "মুসলমান বৈষ্ণব কবি", "জ্ঞানদাস", "প্রাচীনা স্ত্রী কবি",
"বলরামদাস", "নবীন সম্রাট" প্রভৃতি গ্রন্থের
সম্পাদক এবং প্রণেতা

শ্রীরমণীমোহন মল্লিক এম, আর, এ, এস,
সম্পাদিত।

কলিকাতা,

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,
"কালিকা মেসিন যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ।০ আনা।

Presented to E. W. Collin Esq I.C.S.
with the Editor's best regards.
[illegible]
13/10/03

To

The Honourable Sir John Woodburn,

M. A., I. C. S., K. C. S. I.,

THE LIEUTENANT GOVERNOR OF BENGAL.

WHOSE POPULARITY HAS BEEN UNEQUALLED IN THE ANNALS OF BENGAL,
WHOSE DESIRE FOR DOING GOOD IS ADMIRED BY ONE AND ALL.

This little volume of and Poems

of

Our old Bengal bard is most respectfully
dedicated by his devoted Servant.

Ramani Mohan Mallik.

সূচিপত্র।

বিজ্ঞাপন।

প্রাচীন পদকর্ত্তাগণের জীবনী সংগ্রহ করা এক্ষণে বড়ই কঠিন ব্যাপার হইয়াছে। তাঁহাদের রচিত পদাবলী সুপ্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থে বা কীর্ত্তন গায়কদিগের নিকট সংগ্রহ করা তাদৃশ কষ্টকর নহে কিন্তু তাঁহাদের জীবনী সংগ্রহ করা অনেক সময় দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। কীর্ত্তনগায়কগণ পদকর্ত্তাগণের জীবনী সম্বন্ধে কোনই সন্ধান রাখেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কবি শশিশেখরের জীবনী সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াও সিদ্ধ মনোরথ হই নাই। এই মাত্র জানিতে পারা যায় যে তিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জন্মস্থান মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত টেঁয়াগ্রাম। পিতামাতার নাম কি ছিল তাহা জানিতে পারা যায় নাই। জন্মের সন তারিখ বা মৃত্যুর সন তারিখ কিছুই নিরূপিত হয় নাই। তাঁহার রচিত পদাবলী দ্বারা ইহাও নিঃসংশয়িতরূপে স্থির করিতে পারা যায় না, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী মহাজন। শ্রীগৌরচন্দ্রের বন্দনাবাচক কোন পদ রচনা তাঁহার পরিদৃষ্ট হয় না। ইহাতে অনুমান হইতে পারে তিনি যে সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন তখন শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হয় ত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যখণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিখিত আছে

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"

ইহাতে সুপ্রমাণ হইতেছে যে, শ্রীগৌরচন্দ্র, চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণের পদ আস্বাদ করিতেন। শশিশেখরের কোন উল্লেখ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নাই।

সুতরাং শশিশেখরকে পূর্ব্ববর্ত্তি মহাজন স্থির করিতে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হয়। শশিশেখরের পদাবলী পাঠ করিলে ইহাও যেন মনে হয়, তিনি খুব আধুনিক কবি ছিলেন না। হরিমোহন প্রামাণিক প্রণীত "ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময় নিরূপণ" গ্রন্থে শশিশেখরের আবির্ভাবের কাল নিরূপিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "কবিচরিত", শ্রীযুক্ত রমেশ-চন্দ্র দত্ত প্রণীত "*The Leterature of Bengal*" এবং পণ্ডিত রামগতি বিদ্যারত্ন প্রণীত "বঙ্গসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" এবং শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে কবির জীবনী সম্বন্ধে কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

কবি শশিশেখর শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন তাহার আভাস তাঁহার রচিত পদাবলীতে বিশেষ রূপে পাওয়া যায়। প্রায় প্রত্যেক পদেই তিনি স্বীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সামান্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এ প্রকার অপূর্ব্ব পদাবলী রচনা করা এক প্রকার অসম্ভব বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

মুদ্রিত গ্রন্থ মধ্যে কেবল মাত্র পদকল্পলতিকায় কবি শশিশেখরের তিনটি পদ প্রকাশিত হইয়াছে। পদকল্পতরু, পদামৃতসমুদ্র প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার কোন পদ সন্নিবেশিত হয় নাই। বোধ হয় এই কারণে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় তাঁহার প্রণীত "*Old Bengali Literature*" গ্রন্থে শশিশেখরের রচিত পদসংখ্যা তিনটি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। দীনেশবাবু তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে পদসংখ্যা সম্বন্ধে উহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আধুনিক গ্রন্থ গীতরত্নাবলী গ্রন্থে ৪টি নূতন পদ মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে সম্প্রতি সঙ্গীতনামসহস্র নামক যে সংগ্রহ উপহার পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে সর্ব্বসমেত ১৪টি পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুতরাং কবি শশিশেখরের পদসংখ্যা ৩টি নহে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। এই গ্রন্থে সমষ্টিতে ৩২টি পদ স্থান পাইয়াছে। পদার্ণবসারাবলী এবং অপর প্রাচীন

হস্তলিখিত গ্রন্থ হইতে অবশিষ্ট পদ আমি সংগ্রহ করিয়াছি। আমার মনে হয় কবির আরও পদ অপ্রকাশিত রহিয়াছে। শ্রীভগবানের কৃপা হইলে সেগুলি দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত করিব। কবির জীবনীও প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত আমি যত্নবান রহিলাম।

পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে চন্দ্রশেখর, কবিশেখর, রায়শেখর, শেখর এবং শেখর দাসের ভণিতাযুক্ত সুপ্রচুর পদ পরিদৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য শশিশেখর সম্পূর্ণ বিভিন্ন কবি ছিলেন এবং উপরোক্ত কবিদিগের পদাবলীর সহিত ইহাঁর পদাবলীর ভ্রম উৎপন্ন হইবে না। শশিশেখরের পদ এমন সুন্দর এবং ভাবপূর্ণ যে, তাহা অন্য পদকর্ত্তার রচিত পদের সহিত মিলিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। বাক্যবিন্যাস, রচনা এবং ভাবচাতুর্য্য এতই মনোহর যে, শশিশেখরের পদ বাছিয়া লইতে কষ্টবোধ হয় না। বস্তুতঃ শশিশেখরের পদগুলি পাঠ করিলে হৃদয়ে নিরতিশয় আনন্দ প্রদান করে। তিনি যেমন সুকবি তেমনি সুপণ্ডিত। নিম্নে একটি পদ উদ্ধৃত করিলাম, ইহাতে সপ্রমাণ হইবে কল্পনাশক্তি, কবিত্ব শক্তি এবং পাণ্ডিত্য শশিশেখরে কি প্রকার বিদ্যমান।

"চির দিবস ভেল হরি, রহল মথুরাপুরী,
অতয়ে হাম বুঝিয়ে অনুমানে।
মধুনগর যোষিতা, সবহুঁ তারা পণ্ডিতা,
বান্ধল মন সুরত রতি দানে॥
গ্রাম্য কুল বালিকা, সহজে পশু পালিকা,
হাম কিয়ে শ্যাম সুখ ভোগ্যা।
রাজকুল সম্ভবা, ষোড়শী নব গৌরবা,
যোগ্য জনে মিলয়ে যেন যোগ্যা॥
তত দিবস জীবই, নিম্ব ফল চাখই,
অমিয়া ফল যাবত নাহি পাওয়ে।

অমিয়া ফল ভোজনে, উদর পরিপূরণে,
নিম্ব ফল দিকে নাহি ধাওয়ে ॥
তাবত অলি গুঞ্জরে, যাই ধুতুরা ফুলে,
মালতী ফুল যাবত নাহি ফুটে।
রাই মুখ কাহিনী, শশিশেখর শুনি শুনি,
রোখে ধনী কহয়ে কিছু ঝুটে ॥"

রায় শেখর প্রভৃতি কবিগণের রচনাকৌশল বিভিন্ন বলিয়া অনুমান হয়।

দেওঘর বৈদ্যনাথ।
১৩০৮। ১০ই জ্যৈষ্ঠ

শ্রীরমণীমোহন মল্লিক।

শশিশেখর।

নায়িকার পূর্ব্বরাগ। *

সুহই।

নবহুঁ রুচি দেহ সখি, নীপহুঁ মূলে পেখনু,
নয়ন মন ভুলল মঝু ভরমং।
নূতন তমাল কিয়া, কিয়া দামিনী অম্বর,
লখিতে নারি কিয়ে কাল কি গৌরং॥

---

* শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণন উদ্দেশে শ্রীরাধাকে নায়িকা সম্বোধন করা হইয়াছে। দেখিয়া বা গুণ শ্রবণ করিয়া মিলনের পূর্ব্বে যে রাগ লোভ হয় তাহাকেই পূর্ব্বরাগ বলা হইয়াছে।

"সঙ্গমের পূর্ব্বে যেই দেখিয়া শুনিয়া।
জনমে রাগ লোভ হৃদয়ে পশিয়া॥
সেই পূর্ব্বরাগ ... ...।" ভক্তমাল।

১। নবহুঁ—নূতন। রুচি—শোভা। নীপহুঁ—কদম্বের। পেখনু—দেখিলাম।
২। ভুলল—ভুলিয়া গেল; বিমোহিত হইল। মঝু—আমার।
ভরম—ভ্রান্তি; বিহ্বলতায় আত্ম ভ্রম।
৩। কিয়া—কি। দামিনী—বিদ্যুৎ। অম্বর—বস্ত্র।
৪। লখিতে—লক্ষ করিতে। নারি—পারি না। কিয়ে—কি।
গৌর—গৌরবর্ণ।

উচ্চ চূড়া টেড়া নব, পুচ্ছ তহিকা পর,
বিরাজিত সতত তছু বামং।
ইন্দ্র ধনু আকৃতি, চূড়া পরহি শোভই,
সুশোভিত মণি মুকুতা দামং ॥
অঙ্গাকৃতি ভঙ্গী বাঁকা, বঙ্কিম সুচাহনি,
করেতে বাঁশী অধরে হাসি শোভং।
শশি শেখর সঙ্গে হাম, যেই রূপ পেখনু,
সেই রূপ জাগে নিশি দিবসং ॥ *

১। টেড়া—ঈষৎ বাঁকা। তহিকাপর—তাহার উপর।
২। তছু—তাহার। ৩। পরহি—উপরে। শোভই—শোভা করে।
চূড়ার উপর শিখিপুচ্ছ থাকায় ইন্দ্রধনুর শোভা ধারণ করিয়াছে।
৪। দাম—সকল। ৫। বঙ্কিম—বাঁকা। সুচাহনি—সুদৃষ্টি।
৬। শোভ—শোভা করে। ৭। হাম—আমি। প্রকৃত অর্থ কিন্তু "আমরা"।
যেই—যে। * পদার্ণবসারাবলী।

নায়কের পূর্ব্বরাগ।

একতালী।

তুঙ্গ মণি মন্দিরে, ঘন বিজুরি সঞ্চরে,
মেঘ রুচি বসন পরিধানা।
যত যুবতী মণ্ডলী, পন্থ ইহ পেখলি,
কোই নহি রাইক সমানা॥
ভাই বিহি তোহারি সুখ লাগি।
রূপে গুণে সায়রি, সৃজল ইহ নায়রী,
ধনিরে ধনি ধন্য তুয়া ভাগি॥ ধ্রু।

শ্রীকৃষ্ণকে নায়ক সম্বোধন করা হইয়াছে।

১। তুঙ্গ—উচ্চ। বিজুরি—বিদ্যুৎ। সঞ্চরে—সঞ্চারিত হয়।

২। রুচি—শোভাবিশিষ্ট। ১—২। শ্রীরাধিকা মেঘের ন্যায় নীল বর্ণের সাড়ী পরিধান করিয়াছেন এবং তাঁহার উন্নত দেহ বহুমূল্য অলঙ্কারে সুশোভিত হইয়াছে এবং অলঙ্কারের উজ্জলতায় মনে হইতেছে যেন নিয়ত বিদ্যুৎ ক্রিড়া করিতেছে। ইহাই ভাবার্থ।

পাঠান্তর—"ঘন বিজুরি সঞ্চরে" স্থলে "বিজুরি জনু সঞ্চরে"—পদার্ণব সারাবলী।
বিভিন্ন পাঠ—"পরিধানা" স্থলে "পরিধানে"—ঐ।

৩—৪। "পন্থ" স্থলে "পন্থে"—ঐ। "পেখলি" স্থলে "পেখনু"—ঐ। "সমানা" স্থলে "সমানে"—ঐ। পন্থ—পথে। পেখলি—দেখিলাম। কোই—কেহ। নহি—নহে।

রাস্তায় যে সকল যুবতী দেখিলাম তাহারা কেহই রাধিকার সমতুল্যা নহে।

৫। বিহি—বিধি। তোহারি—তোমার। লাগি—নিমিত্ত।

৬। সায়রি—সাগর। সৃজল—সৃষ্টি করিল। ইহ—এই। নায়রী—নাগরী।

৭। ধনিরে ধনি—ধন্য ধন্য। তুয়া তোমার। ভাগি—ভাগ্য।

দিবস অরু যামিনী, রাই অনুরাগিনী,
তোহারি হৃদি মাঝে রহু জাগি।
প্রতি দিবস নৌতুনা, রাই মৃগী লোচনা,
অতয়ে তুহুঁ উহারি অনুরাগি॥
রতন অট্টালিকা, উপরে বসি রাধিকা,
হেরি হেরি অচল পদ পাণি।
রসিক জন মানসে, হরি গুণ সুধা রসে,
জাগি রহু শশি শেখর বাণী॥

১। অরু—আর। ২। রহু—রহিয়াছে। ৩। নৌতুনা—নূতন।
"রাই" স্থলে "ইহ"—পদার্ণব সারাবলী। মৃগীলোচনা—মৃগনয়না।
৪। অতএ—অতএব। তুহুঁ—তুমি।
৫—৬। শ্রীরাধিকাকে নানা প্রকার রত্নে ভূষিতা দেখিয়া চরণ এবং বাহু যেন নিষ্পন্দ হইল। ইহাই ভাবার্থ।
৮। "জাগি" স্থলে "লাগি"—পদার্ণব সারাবলী।

গোষ্ঠলীলা।

শ্রীরাগ।

বাজত সব, গোঠ বাজনা,
সাজত বল-বীরে।
মদে ঘূর্ণিত, নয়ন যুগল,
পাগ নটপটি শিরে॥
বলাইর মুখ নয় যেন বিধুরে।
বুক বহি পড়ে, মুখের লাল,
শ্বেত কমলের মধুরে॥ ধ্রু।
গলে বনমালা, বাহেঁ তাড় বালা,
শ্রবণে কুণ্ডল সাজে।
ধব ধব ধব, ধবলী বলিয়া,
ঘন ঘন শিঙ্গা বাজে॥
নব নটবর, নীলাম্বর
লম্ফে ঝম্পে আওয়ে।
মদে মাতল, কুঞ্জর গতি,
উলটি পালটি চাওয়ে॥
আপন তনু, ছায়রি হেরি,
রোখা বেশ হোই।

১। বাজত—বাজিতেছে। ২। বলবীরে—বলরাম।
৩। মদ—গর্ব্ব; মত্ততা। ৪। পাগ—পাগড়ি। ৮। বাহেঁ—বাহুতে।
৯। শ্রবণে—কর্ণে। ১২। নীলাম্বর—বলরাম।
১৩। আওয়ে—আসেন। ১৪। কুঞ্জর—হস্তীর ন্যায়।
১৫। চাওয়ে—নিরীক্ষণ করে।
১৬। ছায়রি—ছায়া। ১৭। রাগান্বিত হইয়া।

হুঁ হুঁ পথ, ছোড়হ বলি,
অঙ্গুলি ঘন দেই ॥
করে পাঁচনি, কক্ষে দাবি,
রাঙ্গা ধূলি গায়ে মাখে।
কাকা কাকা কাকা, কানাই বলিয়া,
ঘন ঘন ঘন ডাকে ॥
পদাঘাত মারি, কহে তিন বেরি,
স্থিরা ভব ধরণী।
শশি শেখর, কহে, হলধর
পদতলে যাও নিছনি ॥

ধানশী।

রাম গুণ ধাম করু খেলা।
তপন তনয়া নীরে, নিরখি নিজ ছায়রি,
তাসঞে হাসি করত কত লীলা ॥ ধ্রু।

১। ছোড়হ—ছাড়; পরিত্যাগ কর।
৩। দাবি—দমন করিয়া; চাপিয়া রাখিয়া।
৫। শ্রীবলরামের বাক্য তত সুস্পষ্ট ছিল না; তিনি কিছু তোতলা ছিলেন সুতরাং "কানাই" বাক্যটি বলিতে কা শব্দের এত অধিক প্রয়োগ হইয়াছে। ৬। ঘন—নিয়ত। ৭। বেরি—বার।
৮। হে পৃথিবী তুমি স্থিরা হও। ১০। যাও নিছনি—নিছনি যায়; বালাই যায়।
১১। পদকল্প লতিকায় এই পাঠ আছে—
"শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে, নাচিয়া নাচিয়া রঙ্গে,
রাম গুণধাম করু খেলা।"
রাম—বলরাম। করু—করে। ১২-১৩। তপন তনয়া—যমুনা। পাঠান্তর—"নিরখি আপ ছায়ারে"—পদার্ণবসারাবলী। ছায়রি—ছায়া। সঞে—সঙ্গে। "হাসি" স্থলে "হাসত"—পদার্ণবসারাবলী। করত—করিতেছে।

রজত গিরি গর্ব্ব করি, খর্ব্ব তহি বৈভবি,
শরদ শশী দমন মুখ শোভা।
চূড়ে অবতংস শিখি, পুচ্ছ নব মল্লিকা,
গন্ধে অলি বৃন্দ মন লোভা॥
দশনে দাপি অধর, খর নয়ন শর তাড়ই,
বাহু মূলে তাল ধরি গাজে।
দম্ভ করি লম্ফ দেই, কম্প মহী মণ্ডল,
নীল ধটি আঁটি সমরে সাজে॥
আপন সম রূপ সম, ঠাম সম ভঙ্গিমা,
নিরখি হাসি তাহারে পুনঃ পুছে।
কে কেরে তুতু তুঞিরে,পপ পরিচয় দেদে দেনারে,
আর কি বলদেবা ব্রজে আছে॥

১-২। "খর্ব্ব তহি বৈভবি" স্থলে "গর্ব্ব মহীমণ্ডলে"—প, ক, ল। বৈভবি—গৌরব। বলরামের বদন শোভা শরৎ কালের চন্দ্রের শোভাকেও যেন জয় করিয়াছে। ইহা ভাবার্থ।
৩। চূড়ে—চূড়ায়। অবতংস—শিরভূষা। শিখি পুচ্ছ—ময়ূর পুচ্ছ।
৫। দশনে—দন্তে। দাপি—চাপিয়া; দমন করিয়া। খর—তীব্র। তাড়ই—তাড়না করে; নিক্ষেপ করে।
৬। গাজে—গর্জ্জন করে। ৭। দম্ভ—অহঙ্কার। "কম্প" স্থলে "কম্পে" —প, ক, ল। ৮। ধটি—ধড়া; কোঁচা। আঁটি—দৃঢ় করিয়া।
৯-১০। আপনার রূপ এবং ভঙ্গিমার প্রতিবিম্ব জলে নিরীক্ষণ করিয়া সহাস্য-বদনে তাহাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

দাম শ্রীদাম বব, বসুদাম ভভ ভাইয়া রে,
দে দেখসিয়া য যমুনা নীরে।
দ্বিতীয় বলরাম আসি, মোরে পর বঞ্চই,
শশি শেখর নিকটে নাহি দূরে ॥

শ্রীবলরামের রূপ।

শ্রীরাগ।

শুভ্র গিরি, গর্ব্বহর, শুভ্র তনুর ছটা।
মনোরম, মথোপম, পূর্ণ চাঁদের ঘটা ॥
নীল ধটি, ক্ষীণ কটি, ক্ষিতি চুম্বন করে।
শশাগরা, বসুন্ধরা, কাঁপে চরণের ভরে ॥
অলি কোটি, শোভে দুটি, ও পদ পঙ্কজে।
শশিশেখর কহে, মধুর নূপুর, রুণু ঝুণু বাজে ॥

১-২। শ্রীবলরাম তোতলা ছিলেন সুতরাং এক শব্দ উচ্চারণ করিতে গিয়া পুনঃ পুন তাহা উচ্চারণ করিতেছেন।

২। বিভিন্ন পাঠ—"দে দেখনা আসি য যমুনা নীরে রে।"—পদার্ণবসারাবলী।

৩। পাঠান্তর—"মোহে পরবঞ্চই"—প, ক, ল।
"মোহে বঞ্চই রে"—পদার্ণব সারাবলী।
পরবঞ্চই—প্রবঞ্চনা করে।

৫। মহাদেবের শুভ্রবর্ণ বলরামের বর্ণের নিকট যেন পরাজিত। শুভ্র গিরির গর্ব্ব বলরামের বর্ণের ছটায় যেন লজ্জা পায়। এই দুই অর্থ হইতে পারে। শুভ্র—শুক্ল; সাদা।

৭। বলরাম তাঁহার ক্ষীণ কটিতে নীল বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন এবং তাঁহ[illegible] কোঁচা মৃত্তিকাতে লুটাইতেছে। ৯। পঙ্কজ—পদ্ম।

৩

অভিসার।

ধানশী।

সুচারু-চন্দ্রিকা ফুটিল জানি।
শ্যাম অভিসারে চলিল ধনী॥
লোটনে লম্বিত মালতী মাল।
সৌরভে মাতল ভ্রমরা পাল॥
কুচ গিরি ফল চন্দন মাখা।
নূপুর ধবল বসনে ঢাকা॥
দোহাতে জড়িত মুকুতা কসা।
ওঠ মাঝে খেলে লম্বিত নাসা॥
গজ দশনের সুচারু শাঁখা।
করমূলে কিবা দিয়াছে দেখা॥
নিশি সঙ্গে অঙ্গ মিশাল করি।
শশী কহে কুঞ্জে মিলিল গোরী॥

অভিসার লক্ষণ—

"প্রিয়র মিলন আশে কুঞ্জেতে গমন।
সঙ্কোচ পূর্ব্বক, অভিসারের লক্ষণ॥"—ভক্তমাল।

নায়কের সহিত নিভৃতে মিলনের নিমিত্ত কুঞ্জে গমনকে অভিসার কহে।

১। অতীব মনোরম চন্দ্র উদিত হইল জানিয়া। ২। ধনী—শ্রীরাধিকা।

৩। লোটন—বেণী। মাল—মালা। ৪। মাতল—মত্ত হইল।

৫। কুচ অর্থাৎ স্তনকে একবার পর্ব্বত এবং আর একবার ফলের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। ৭। দো—দুই। ৮। ওঠ—ওষ্ঠ; ঠোঁট। নাসা—নাসিকা। ৯। গজ দশনের—হস্তী দন্তের।

১২। গোরী—সুন্দরী।

মল্লার।

আজি অদ্ভুত তিমির রঙ্গ।
আপনি না চিনে আপন অঙ্গ।
নিরখি রাইক মন মাতঙ্গ।
অঙ্কুশ নাহি মানে রে।

সাজল ধনী শ্যাম বিহার।
শিথিলীকৃত কবরী ভার।
নীলোৎপল রচিত হার।
কণ্ঠহি অনুপম রে॥

নীল বসন দোহার গায়।
কি মেঘে বিজুরি লুকিয়া যায়।
মদন দীপ পথ দেখায়।
অনুরাগ আগুয়ান রে।

পরিমল পাই ভ্রমর পুঞ্জ।
বৈঠল আসি চরণ কুঞ্জ।
মন্দ মন্দ মধুর গুঞ্জ।
লাগল মধু পান রে॥

১। তিমির—অন্ধকার। ৩। নিরখি—দেখিয়া। রাইক—রাধিকার। মাতঙ্গ—হস্তী। ৪। অঙ্কুশ—ডাঙ্গশ। ৫। ধনী—শ্রীরাধিকা।
৬। আলুলায়িত কেশদাম। ১০। বিজুরি—বিদ্যুৎ।
১২। আগুয়ান—অগ্রসর। ১৩। পরিমল—সৌরভ; গন্ধ। পুঞ্জ—সমূহ।
১৪। বৈঠল—বসিল। ১৫। গুঞ্জ—ভ্রমরাদির গুন্ গুন্ ধ্বনি।

মুখ মণ্ডল শশী উজোর।
হেরি ধায়ল তহি চকোর।
উড়িয়া পড়ে হই বিভোর।
চাহে পীযূষ দান রে।

পথে পরমাদ হেরিয়া রাই।
নীল বসনে মুখ ছিপাই।
সঙ্কেত মিলল আই।
যাহাঁ নিবসই কানু রে॥

রাই আগমন নিরখি কান।
শীতল ভেল তপত প্রাণ।
নিজ দয়িতার বাঢ়ায় মান।
আদরে আগুসার রে।

আইস আইস বলি ধরল হাত।
লহু লহু পুছত বাত।
শশী কহে শুন পরাণ নাথ।
আজি বড় আঁধিয়ারি রে॥

১। উজোর—উজ্জ্বল। ২। ধায়ল—ধাবিত হইল। তহি—তথায়।
৪। পীযূষ—সুধা ; অমৃত। ৫। পরমাদ—প্রমাদ ; বিপত্তি।
৬। ছিপাই—আবৃত করে। ৮। যাহাঁ—যেখানে। নিবসই—অবস্থান করে।
কানু—কানাই। ৯। কান—কানাই। ১০। ভেল—হইল।
তপত—উত্তপ্ত। ১১। দয়িতা—প্রিয়া। ১২। আগুসার—অগ্রসর ;
অধীর। ১৪। লহু—মৃহু। পুছত—জিজ্ঞাসা করে।
বাত—বাক্য ; কথা। ১৬। আঁধিয়ারি—অন্ধকার।

কল্যাণী।

হরি অভিসার কাজে।
উলটা সকল লাজে ॥
মাথে মুকুতার মালা।
হিয়াতে হেম মেখলা ॥
চরণ কঙ্কণ পরি।
ত্বরিতে চলিলা গোরী ॥
নূপুর পাণির মূলে।
অঞ্জন রঞ্জন ভালে ॥
সিন্দুরে অরুণ আঁখি।
চিবুকে চন্দন মাখি ॥
হেন বিপরীত বেশে।
মিলিল শ্যামের পাশে ॥
শশি শেখর পহুঁ।
হেরি হাসে লহু লহু ॥

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।)

মল্লার।

প্রাণের দোসরি, নবীন কিশোরী,
তোরে কি কহিব আর।
মোর প্রতি তোর, এত অনুরাগ,
কি দিয়া শোধিব ধার ॥

২। উলটা—বিপরীত। ৩। মাথে—মস্তকে। ৪। হিয়াতে—হৃদয়ে। মেখলা—চন্দ্রহার। ৬। গোরী—সুন্দরী। ৭। পাণি—বাহু।
১৩। পহুঁ—প্রভু। ১৪। লহু—মৃদু।

একে আঁধিয়ারী, বরিখত বারি,
কুলিশ পড়য়ে তায়।
নিবারিতে জল, দেখিয়ে কেবল,
সবে নীলাম্বর গায়॥
শিরীষের ফুল, হইতে কোমল,
রাতুল চরণ তোর।
ইথে কি করিয়া, আইলে চলিয়া,
অঙ্গ সঙ্গ লাগি মোর॥
ধনী ধনী ধনী, রমণী রমণী,
তোমার নিছনি যাই।
তিত বাস ছাড়ি, মরুণিম শাড়ী,
পরলহু এহি রাই॥
বসন পরিয়া, বৈসল আসিয়া,
আমি ধোয়াইব পা।
শশী বলে শ্যাম, ত্বরিত করিয়া,
আগে মুছি দেহ গা॥

শ্রীরাগ।

কুঞ্জর বর, গতি মন্থর,
গমন করত নারী।

১। আঁধিয়ারি—অন্ধকার। বরিখত—বর্ষন করিতেছে।
২। কুলিশ—বজ্র। ৬। রাতুল—রক্তবর্ণ; লাল। ৯। ধনী—ধন্য।
১০। নিছনি—বালাই। ১১। তিত—আর্দ্র; ভিজা। মরুণিম—লালবর্ণের।
১২। পরলহু—পরিধান কর। এহি—এই। ১৭। কুঞ্জরবর—হস্তী।
১৮। করত—করিতেছে।

বংশীবট, যাবট তট,
বনহি বনহি ফেরি ॥
শ্যাম কুণ্ড, মদন কুঞ্জ,
রাধা কুণ্ড তীরে।
দ্বাদশ বন, হেরত সঘন,
শৈলহুঁ কিনারে ॥
যাহাঁ সব, ধেনু রব,
তাহাঁ চলত জোরে।
শ্রীদাম সুদাম, মধু মঙ্গল,
হেরত বলবীরে ॥
নীরণ কুলে, নীপহুঁ মূলে,
লুটত বনয়ারি।
শশি শেখর, ধূলি ধূসর,
কহত প্যারী প্যারী ॥

২। বনহি—বনে। ফেরি—ঘুরিয়া। ৫। হেরত সঘন—ঘন ঘন নিরীক্ষণ করিতেছে। পাঠান্তর—"ভাণ্ডির বন, গিরি গোবর্দ্ধন"—প, সারাবলী।
৬। পর্ব্বতের কিনারায়। ৭। যাহাঁ—যেথানে। ৮। সেথানে সজোরে চলিতেছে। ৯। শ্রীদাম, সুদাম, মধুমঙ্গল—শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ।
১১। নীরণ কুলে—যমুনা তটে। নীপহুঁ মূলে—কদম্ব তলে।
বিভিন্ন পাঠ—"দেখে এক তনু, তরুয়া মূলে।"—পদার্ণবসারাবলী।
১২। লুটত—ভূমিতে লোটাইতেছেন। বনয়ারি—শ্রীকৃষ্ণ।
"লুটত" স্থলে "বৈঠত"—পদার্ণব সারাবলী।

বিপ্রলব্ধা।

করুণাশ্রী।

শেজ বিছাইয়া, রহিনু বসিয়া,
সুখদ সঙ্কেত বনে।
কল্পিত সময়, হলো রসময়,
বিলম্ব করিল কেনে॥
দূতী যাও যাও তুমি যাও।
খুজিয়া তাহারে, আনিবে ধরিয়া,
যেখানে লাগালি পাও॥
এই লেহ পান, করহ পয়ান,
বিলম্ব না সহে আর।
দক্ষিণ হইয়া, পথ ধর যাঞা,
যমুনা নদীর ধার॥

বিপ্রলব্ধা লক্ষণ—

"সখীর আশ্বাসে ধনী স্থির করি মন।
প্রিয় আগমন পথ করি নিরীক্ষণ॥
বৃক্ষের পত্রে পত্রে যদি শব্দ হয়।
এই আইসে প্রিয় বলি উঠিয়া বৈঠয়॥
দূতী পাঠাইয়া দিলা প্রিয়র কারণে।
ফিরিয়া আইলা দূতী বজ্র হেন মানে॥
এইরূপ বিচ্ছেদ বিষাদে নিশি যায়।" ভক্তমাল।

১। শেজ—শয্যা। ২। সুখদ—সন্তোষজনক। ৮। পয়ান—প্রস্থান।
১০। যাঞা—যাইয়া।

ভাল ভাল বলি, জান শিরে তুলি,
বিদায় হইলা দূতী।
শশী বলে বালা, রহিল একলা,
বিপিনে আঁধার রাতি ॥

(সখ্যুক্তি)

দেশাগ।

করি কুসুম শেয, তুয়া সুখ লালসে,
বিজন বনে বৈঠি বর রামা।
তুহারি লাগি যতন করি, কুসুম তুলি কামিনী,
নিজহি করে করু দামা ॥
মাধব ! সো ধনী বিলম্ব হেরি তোর !
চকিত চারুলোচনে, নিরখি নিজ সম্মুখে,
তমাল তরু তাহে করু কোর ॥
মলয় গিরি শীতল, পরিমল বিষময়ই শশি কিরণ,
রহিত বলি জানে।
কোকিল কুল শব্দ শুনি, মুদিত দুহুঁ লোচনে,
বজর বলি হাথ দেইকাণে ॥

৪। বিপিনে—বনে। ৫। শেয—শয্যা। তুয়া—তোমার।
৬। বিজন—নির্জন। বৈঠি—বসিয়া আছে। বররামা—সুন্দরী শিরোমণি
৭। তুহারি—তোমার। ৮। দামা—বসনের অঞ্চল।
১১। তাহে—তাহাকে। করু কোর—আলিঙ্গন করে। ১২। পরিমল—গন্ধ
১৪। দুহুঁ—দুই। ১৫। বজ্র বলিয়া কাণে হাত দেয়।

অতহে তুহুঁ ত্বরিত করি, চলহ রতি মন্দিরে,
সফল কর শেষ তুহুঁ মিলি।
শশি শেখর তপত আঁখি, শীতল হবে তৈখনে,
নিরখি তুয়া সঙ্গে তছু কেলি॥

ভূপালি।

কুলের বাহির হৈঞা কেনে বা আইনু।
সুগন্ধি ফুলের মালা কেনে বা গাঁথিনু॥
কেনে বা কুসুম শেষ সাজালি তোরা।
কেনে বা চন্দন ভরি ধরিনু কোটরা॥
রজনী চলিয়া যায় বুকে শেল বাজে।
কত না পাইনু দুখ লম্পটের কাজে॥
মনে মনে মনোরথ করিলাম যত।
কানু বিনু সকলি হইল অন্যথ॥
নিশি পোহাইলে যার রহিত জীবন।
সেজন করিবে কালি কানু দরশন॥
এত বলি বিনোদিনী করয়ে রোদন।
শশি শেখর হিয়া না যায় ধারণ॥

১। অতহে—অতএব। তুহুঁ—তুমি। ৩। তপত—উত্তপ্ত।
তৈখনে—সেই সময়। ৪। তোমার সঙ্গে তাহার কেলি দেখিয়া।
৫। হৈঞা—হইয়া। ৭। শেষ—শয্যা। ৮। ধরিনু—রাখিলাম।
কোটরা—বাটি; পাত্র বিশেষ।
১২। কানাই বিহনে সকলই ব্যর্থ হইল। ১৬। হিয়া—হৃদয়।

বিভাষ।

প্রভাত দেখিয়া, চকিত হইয়া,
কহিতে লাগিলা রাই।
ওরে পঞ্চবাণ, লহরে পরাণ,
ফিরি ঘরে যায়ব নাই॥
মলয়া পবন, বহরে সঘন,
দেহ রে দারুণ বাধা।
খলের পিরীতি, রহিব কি রীতি,
পরাণে মরিলে রাধা॥
যমের বহিনী, শুন মোর বাণী,
আর কর কেনে ক্ষমা।
দেহ দাহ যাউ, সুশীতল হউ,
তরঙ্গে সেবহ আমা॥
কদম্ব তরুয়া, মালতী মরুয়া,
তোমরা রহিলে সাখী।
শশী বলে সবে, উচিত কহিব,
পুছিলে কমল আঁখি॥

৩। পঞ্চবাণ—মদন। ৪। যায়ব—যাইব। ১১। দেহ দাহ যাউ—দেহ পুড়িয়া যাউক। হউ—হই। ১৩। মরুয়া—বৃক্ষ বিশেষ। ১৪। সাখী—সাক্ষী। ১৬। পুছিলে—জিজ্ঞাসা করিলে। কমল আঁখি—শ্রীকৃষ্ণ।

খণ্ডিতা।

বিভাষ।

আওত পর— বঞ্চক শঠ,
নাগর শত ঘরিয়া।
রমণী পদ, যাবক পরি—
সর বক্ষসি ধরিয়া॥
কটি নীলা— ম্বর পহিরণ,
লম্বিত পদ আগে।
দশনা ক্ষত, অরুণা ধর,
ভুজ কঙ্কণ দাগে॥

খণ্ডিতা লক্ষণ—"অন্য নায়িকা ভোগ করিয়া নায়ক।
আইসে অঙ্গেতে নখ চিহ্নাদি যাবক॥
দেখিয়া কুপিত মনে ভৎর্সনাদি করি।
উপেক্ষা করয়ে খণ্ডিতাবনতা নারী॥" ভক্তমাল।

১। "আওত—আসিতেছে। পরবঞ্চক—প্রবঞ্চক। ২। শত ঘরিয়া—শত ঘরে যে বিচরণ করে। ৩-৪। পাঠান্তর—"রমণীপদ যাবক পরিসর বক্ষসি পর ধরিয়া"।—প, ক, ল। যাবক—আলতা। স্ত্রীলোকের পায়ের আল্তা সুবিস্তৃত বক্ষে ধারণ করিয়া। ৫-৬। বিভিন্ন পাঠ—"নীলাম্বর পরিহিত কটি লম্বিত পদ আগে।"—প, ক, ল। পহিরণ—পরিধান।

৭। দন্তের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অধর অরুণ বর্ণ ধারণ করিয়াছে।

৮। কঙ্কনের দাগে হাত লাল হইয়াছে।

তরুণারুণ, নয়নাম্বুজ,
আধ মুদিত অলসে।
ভালের উপরে, সিন্দূর বিন্দু,
অঞ্জন সঞ্জে বিলসে॥
যা যা দূতি, বারহু নাগরে,
নিয়ড়ে নাহি আওয়ে।
ঐছন শুনি, তৈখনে দূতি,
শশিশেখর ধাওয়ে॥

বিভাষ।

তরুণারুণ, নয়নাম্বুজ,
ঢুলু ঢুলু আঁখি অলসে।
দেখিও দেখিও, পড়িবে পড়িবে,
শুতি রহ গিয়া দিবসে॥

১। তরুণারুণ—অল্প কাল পূর্ব্বে যে অরুণ বর্ণ ধারণ করিয়াছে। নয়নাম্বুজ—নয়নপদ্ম। ২। মুদিত—বুঁজিয়াছে।
৩-৪। পাঠান্তর—"ভালপরি সিন্দূর অঞ্জন সহ বিলসে।"—প, ক, ল। ভাল—কপাল। অঞ্জনের সহিত শোভা পাইতেছে।
৫-৬। বিভিন্ন পাঠ—"যা যা সখি বারহি বার নিয়ড়ে নাহি আওএ।"—প, ক, ল। বারহু—নিবারণ কর; নিষেধ কর। নিয়ড়ে—নিকটে। নাহি—না। আওয়ে—আসে। ৭। ঐছন—এই প্রকার। তৈখনে—তৎক্ষণাৎ।
৮। ধাওয়ে—ধাবিত হইল।
১২। শুতি—শুইয়া। "গিয়া" স্থলে "যাই"—প, ক, ল।

ঝামর বদ- নাম্বুজ দেখি,
সিন্দূরে কাজরে মাখা।
কামিনী কুচ, কুঙ্কুমাঞ্চিত,
বুকে যাবক রেখা ॥
নীলাম্বর, তুহুঁ পহিরলি,
পীতাম্বর কাহাঁ গেল।
যাও যাও বন্ধু, নিকট ছাড়হে,
পরাণে বাজয়ে শেল ॥
জানা গেল তুয়া, চতুর চাতুরী,
কুটিল কপট কাজে।
শশিশেখর, কহে শুভকর,
নাগর নটরাজে ॥ *

১। ঝামর—মলিন। বদনাম্বুজ—মুখপদ্ম। ২। কাজর—কাজল।
৩। কুচ—স্তন। কুঙ্কুমাঞ্চিত—কুঙ্কুম রঞ্জিত। ৪। যাবক—আলতা।
৫। নীলাম্বর—নীলবর্ণের বস্ত্র। তুহুঁ—তুমি। পহিরলি—পরিধান করিয়াছ।
৬। পীতাম্বর—পীত বর্ণের বস্ত্র। কাহাঁ—কোথায়। ৯। তুয়া—তোমার।

* পদকল্পলতিকায় প্রথম চারি চরণ ব্যতীত অন্যগুলি নাই। গীতরত্নাবলীতে এই পদটি যে প্রকার উদ্ধৃত হইয়াছে এখানে ঠিক তাহাই সন্নিবেশিত হইল। এই পদটি যে শশিশেখরের একটি পৃথক এবং সম্পূর্ণ পদ তাহার কোন সন্দেহ নাই।

(শ্রীরাধাকৃষ্ণের উত্তর প্রত্যুত্তর।)

বিভাষ।

নীলোৎপল, শ্রীমুখ মণ্ডল,
ঝামর কাহে ভেল।
মদন জ্বরে, তনু তাতল,
জাগরে নিশি গেল॥
নখ নির্ঘাত, ক্ষত বক্ষসি,
দেওল কোন নারী।
কণ্টকে তনু, ক্ষত বিক্ষত,
তোহে ঢুড়ইতে গোরি॥
সিন্দূর কাহে, অলকা পরি,
চন্দন কাহাঁ গেল।
গিরি গোবর্দ্ধনে, গোরীক সেবি,
সিন্দূর করি মাল॥
নীলাম্বর, তুহুঁ পহিরলি,
পীতাম্বর কাহাঁ ছোড়ি।

১। নীলোৎপল—নীলপদ্ম। ২। কেন মলিন হইল। ঝামর—মলিন। কাহে—কেন। ভেল—হইল। ৩। তাতল—সন্তপ্ত হইল।
৪। জাগরে—জাগরণে। ৫। নির্ঘাত—আঘাত। বক্ষসি—বক্ষস্থলে।
৬। দেওল—দিল। ৮। তোহে—তোমাকে। ঢুড়ইতে—খুঁজিতে; অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত। গোরী—সুন্দরী।
* পদকল্পলতিকায় ইহা পরিদৃষ্ট হয় না। ১০। কাহাঁ—কোথায়।
১১। গোরীক—গৌরীকে। ১৩। নীলাম্বর—নীলবর্ণের বস্ত্র। তুহুঁ—তুমি। পহিরলি—পরিধান করিয়াছ। ১৪। পীতাম্বর—পীতবর্ণের বস্ত্র। ছোড়ি—পরিত্যাগ করিয়া।

অগ্রজ সহে,　　　　পরিবর্ত্তিত,
নন্দালয়ে ভোরি ॥
অঞ্জন কাহে,　　　　গণ্ড স্থলে,
হৃদি খণ্ডন অধরে।
উত্তর প্রতি,　　　　উত্তর দিতে,
পরাজয় শশিশেখরে ॥ *

১। অগ্রজ—বলরাম। ১-২। নন্দালয়ে বিভোর ছিলাম সেই অবস্থায় আমাদের বস্ত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ৫। "উত্তর দিতে" স্থলে "উত্তর নিতে"—প, ক, ল।

* এই পদের প্রথমে পদকল্পলতিকায় নিম্নলিখিত কয় চরণ সন্নিবেশিত আছে। "করুণারুণ,　　　　নয়নাম্বুজ,
ঢুলু ঢুলু আঁখি অলসে।
দেখিও দেখিও,　　পড়িবে পড়িবে,
শুতি রহ যাই দিবসে ॥"

এই পদে উপরোক্ত চারি চরণ সন্নিবেশিত হইতে পারে না, কারণ প্রথমে শ্রীরাধিকার উক্তি থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের উত্তরও থাকা প্রয়োজনীয়। উপরোক্ত চারি চরণ পূর্ব্ব প্রকাশিত পদের অংশ তাহার সন্দেহ নাই।

C. F. "তরুণারুণ, নয়নাম্বুজ,　　　　ঢুলু ঢুলু আঁখি অলসে।"

(শ্রীরাধাকৃষ্ণের উত্তর প্রত্যুত্তর।)

শ্রীরাগ।

রাধে জয়, রাজ পুত্রি!
মম জীবন দয়িতে।
যাও যাও যত, গুণনিধি বট,
জানা গেল তুয়া চরিতে॥
কিঞ্চিৎ তব, কস্মিন্নপরাধং,
ন করোমি।
সঙ্কেত করি, আন ঘরে যাহ,
নিশি জাগিয়ে আমি॥
মানং ময়ি, মুঞ্চ প্রিয়ে,
বচনং শৃণু ধীরে।
শুনিবার কিবা, কাজ আছে চিহ্ন
দেখা যায় সব শরীরে॥

১। রাজপুত্রী—রাজকুমারী। শ্রীরাধিকা বৃষভানুরাজার কন্যা।

২। দয়িতা—ভার্য্যা; প্রিয়া। ৩-৪। পাঠান্তর—"যাও যাও বঁধু, যত বড় তুমি, বুঝা গেল তুয়া চরিতে।"—পদার্ণব সারাবলী। গীত রত্নাবলীতে "তুয়া" স্থলে "তব" পাঠ আছে। চরিত—চরিত্র; ব্যবহার। ৫-৬। বিভিন্ন পাঠ—"কিঞ্চিত্তদি, কস্মিন তব মপরাধং করোমি।"—পদার্ণব সারাবলী। কস্মিন্—কোন। করোমি—করিয়াছি।

৭। আন—অন্য। "যাহ" স্থলে "গেলা"—পদার্ণব সারাবলী। যাহ—যাও। ৮। "জাগিয়ে" স্থলে "জাগরি"—গী, র ও প, সা। "আমি" স্থলে "হামি"—গী, র। জাগিয়ে—জাগরণ করি।

৯। পাঠান্তর—"মুঞ্চময়ি মানং প্রিয়ে।"—প, সা, ব। মুঞ্চ—ত্যাগ কর।

১০। আমার বাক্য ধীর ভাবে শুন।

গত রাত্রৌ যদি, ঘুর্ণ্মং প্রিয়া,
দুঃখং শৃণু সরলে।
বধিরে হাম, কিয়ে শুনায়বি,
তাহে শুনায়বি বিরলে॥
উচিতং নহি, কোপং প্রিয়ে,
নিজ কিঙ্কর মূর্ত্তে।
যাও যাও যত, গুণ নিধি বট,
জানা গেছে তব কীর্ত্তে॥
শাস্তিং কুরু, দন্তে প্রিয়ে,
কোপং ত্যজ রুচিরে।
তথা ফিরি যাহ, পুনশ্চ কুৎসিবে,
সুখ পাবে বহু অচিরে॥

১-২। বিভিন্ন পাঠ—"গত রাত্রং যদি মুখ্যং দুঃখং শৃণু সরলে।"—প, সা, ব।
ঘুর্ণ্মং—যদি ভ্রষ্ট হইয়া থাকি ; অনুপস্থিত হইয়া থাকি।

২। হে সরলে, আমার দুঃখের কথা শুন।

৩। বধির—কালা। হাম—আমি। কিয়ে—কি। শুনায়বি—শুনাইবে।

৪। তাহে—তাহাকে। এখানে চন্দ্রাবলীকে উদ্দেশ করা হইয়াছে।

৫-৬। নিজ দাসের প্রতি রাগ করা তোমার উচিৎ নয়। মূর্ত্তে—মূর্ত্তির।

৮। "জানা গেছে" স্থলে "বুঝা গেল"।"—প, সা, ব। কীর্ত্তে—কীর্ত্তিতে।

৯। শাস্তিং কুরু—দণ্ড বিধান কর। "দন্তে প্রিয়ে" স্থলে "দন্তাঙ্কুশে" পাঠও পরিলক্ষিত হয়।

১০। অনুরাগের সহিত রাগ ত্যাগ কর। রুচিরে—সুন্দরভাবে ; মিষ্টতার সহিত।

১১। "কুৎসিবে" স্থলে "দংশিবে"—প, সা, ব। ১২। অচিরে—শীঘ্র।

কথিতং যদি নহি দাস্তমি,
তৎ কিং কথয়ামি।
শশিশেখর কহে শুভ কর,
ফিরে দেখহ স্বামী ॥ *

সুহই।

সপট করি কহবি তুহুঁ, কপট নহি রাখবি,
ইহ যামিনী আছলি কার ঘরে হে।
কপট যদি কহ মাধব, হামারি নহি মন্দ হে,
নব প্রেয়সী শপতি লাগে তোরে হে ॥
মঝু মরমে আশ ছিল,
সেবিবে সেহ তোহে হে।

১-২।—এতেও যদি বল আমি তোমার দাস নহি, তবে আর আমি কি বলিব।

* গীতরত্নাবলী এবং পদার্ণব সারাবলীতে এই পদটী বংশীবদনের ভনিতা-যুক্ত দৃষ্ট হয়। ভনিতা এই—

"কোপং ত্যজ, মুঞ্চ ময়ি,
বিদ্ধ কিশলয় শয়নে।
তোমা দরশনে, শরীর জ্বলিছে,
ফিরি যাহ কহে বদনে ॥"

৫। সপট—সুস্পষ্ট। কহবি—বলিবে। তুহুঁ—তুমি। নহি—না।

৬। ইহ—এই। যামিনী—রাত্রি। আছলি—অবস্থান করিয়াছিলে।

৭। হামারি—আমার। ৮। নব প্রেয়সী—নূতন প্রিয়া। চন্দ্রাবলীকে উল্লেখ করা হইয়াছে। শপতি—দিব্য।

৯। মঝু—আমার। মরমে—হৃদয়ে।

১০। সেবিবে—সেবা করিবে। সেহ—সেই। (এথানে) আমি। তোহে—তোমাকে।

বিনি বেতনে নিজ কেতনে,
কিনি রাখিবে মোহে হে ॥
এ সব যত ধরম বাত,
রাখাল কিয়ে জান হে।
সোই সমুঝে এ সব বাণী
রসাল যছু প্রাণ হে ॥
শশিশেখর কহয়ে ধনি,
দূর কর রোখে হে।
চারুশীলে হোই কাহে,
দুখ দেহ ভোখে হে ॥

১। বিনি—বিনা। কেতনে—গৃহে; স্থানে। ২। মোহে—আমাকে।
৩। বাত—বাক্য। ৫। সোই—সেই। সমুঝে—বুঝিতে পারে।
৬। রসাল—রসযুক্ত; রসিক। যছু—যাহার।
৯। চারুশীলা—সুন্দর স্বভাব যুক্তা। হোই—হইয়া। কাহে—কেন।
১০। দেহ—দেও। ভোখে—ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে। (এখানে) অনুরাগী।

কলহান্তরিতা।

বরাড়ী।

কহসি কলহান্তে, কটুভাষ সব সহচরী,
গঞ্জিবড় মানিনীক কাজে।
আপন নিজ হিত বুঝি, নাহকে উপেখলি,
অবসি বসি রোদসি কিয়া কাজে॥
যবহুঁ হরি চরণে ধরি, লুটত তুয়া পৌরসং,
তবহুঁ তুহুঁ রহলি নিজ গরবে।
অকারণ মান করি, নাহকে পরিহরি,
অবহুঁ মঝু মুখ চাহিলে কি হবে॥

কলহান্তরিতা লক্ষণ—

"মান অন্তে প্রিয়ের বিচ্ছেদে যে সূচন।
অনুতাপে সেই কলহান্তরিতার লক্ষণ॥"

ভক্তমাল।

১। কহসি—বলিতেছে। কলহান্তে—কলহের পর। কটু ভাষ—কুবাক্য। সহচরী—সখী। ২। গঞ্জি—গঞ্জনা করিয়া। মানিনীক—মানিনীর।
৩। নাহকে—নাথকে। উপেখলি—উপেক্ষা করিলে।
৪। অবসি—এখন। রোদসি—কাঁদিতেছ। কিয়া—কি; কিবা।
৫। যবহুঁ—যখন। লুটত—লোটাইয়া পড়িল। তুয়া—তোমার। পৌরসং—(পুরস্); সম্মুখে।
৬। তবহুঁ—তখন; তথাপি। তুহুঁ—তুমি। রহলি—রহিলে।
৭। পরিহরি—ত্যাগ করিয়া; তাচ্ছল্য করিয়া।
৮। অবহুঁ—এখন। মঝু—আমার।

যব ললিতা বহু সাধিয়া, বিষাদ ভাবে বৈঠল,
বিশাখা তোঁহে মিনতি বহু করল।
চিত্রা সহ নাগর, সুদেবী লয়ি সাধল,
তবহুঁ কি তোর দয়া কি কিছু না হোল॥
অবহুঁ হীন বিপতি দিন, সাধসি কাহে জনে জনে,
আগেতে ইহা কিছুই না ভাবিলি।
কহয়ে শশিশেখর, বাম তোঁহে নাগর,
আপন দোষে রমণী কুল মজালি॥

গান্ধার।

কাহে তুহুঁ কলহ করি, কান্ত সুখ তেজলি,
অবসি কাহে রোদসি তুহুঁ রাধে।
সুমেরু সম মান করি, পালটি যব বৈঠলি,
নাহ তুয়া চরণ ধরি সাধে॥
বহুত তারে গারি দিয়ে, ভৎর্সনিয়ে তেজলি,
মান বহু রতন করি গণনা।

১। বৈঠল—বসিল। ললিতা—শ্রীরাধিকার সখী॥
২। বিশাখা—শ্রীরাধিকার সখী। তোহেঁ—তোমাকে। করল—করিল।
৩। চিত্রা—শ্রীরাধিকার সখী। সুদেবী—শ্রীরাধিকার সখী।
সাধল—সাধিল।
৫। বিপতি—বিপত্তি; বিপদ। সাধসি—সাধিতেছ। কাহে—কেন।
৯। কাহে—কেন। তুহুঁ—তুমি। কান্ত—পতি। তেজলি—ত্যাগ করিলে।
১০। অবসি—এখন। রোদসি—কাঁদিতেছ।
১১। সুমেরু—একটি পর্ব্বত বিশেষ। পালটি—পুনরায়; মুখ ফিরাইয়া।
যব—যখন। বৈঠলি—বসিলে। ১২। নাহ—নাথ। তুয়া—তোমার।
১৩। বহুত—অনেক। গারি—গালি। ভৎর্সনিয়ে—তিরস্কার করিয়া।
তেজলি—ত্যাগ করিলে। ১৪। বহু—বহুমূল্য।

অবহুঁ কাহে ধরম পথ, পেখলি উগারসি,
রোখে হরি বিমুখ ভয়ি চলনা ॥
কাতরে তুয়া চরণ যুগ, বেড়ি ভুজ পল্লবে,
লাখে হরি মিনতি তুহে কেলি।
নিপট কঠিনাদি করি, কঠিনি বজরাবুকি !
কৈছে তাহে চরণে দিলি ঠেলি ॥
কান্ত যব নিয়ড়ে তব, তুহুঁ তাহে না হেরলি,
মান তুয়া হৃদয়ে রহু ভোর।
কহয়ে শশিশেখর, রাই ! বাদ কৈলি তা সঞে,
রাধে অতি কঠিন জীউ তোর ॥

অশ্ববরী।

বিকলে বিকলা তেজি বৈঠিরহু।
প্রতিপক্ষ স্বভাব তুব রহু ॥

১। অবহুঁ—এখন। পেখলি—দেখিলে। উগারসি—উদ্গীরণ করিয়া। (এখানে) ফিরিয়া; পুনরায়।
২। ভয়ি—হইয়া; চলনা—চলিয়া গেলে।
৪। লাখে—লক্ষবার। তুহে—তোমাকে। কেলি—করিল।
৫। নিপট—যথার্থ। কঠিনি—কঠিন হৃদয়া। বজরাবুকি—বজ্র সদৃশ হৃদয়া।
৬। কৈছে—কি প্রকারে। ৭। নিয়ড়ে—নিকটে। তাহে—তাহাকে। হেরলি—দেখিলে। ৯। বাদ—বিবাদ। কৈলি—করিলে। তা সঞে—তাহার সহিত। ১০। জীউ—জীবন।
১১। হে বিহ্বলা ! কাতর শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া তখন তুমি বসিয়া ছিলে ! বিকল—কাতর; বিহ্বল। তেজি—ত্যাগ করিয়া।

যব নন্দ-সুনন্দন পায় পড়ে।
তব কোপ বাড়ে অভিমান চড়ে ॥
নিজ সঙ্গে সখীগণ হিত কথা।
শুনি ভালে উঠায়লি ভাঙ পাতা ॥
অব খর্ব্ব ভেয় সব গর্ব্ব তুয়া।
বিহি চিত উচিত সুদণ্ড কিয়া ॥
অধিরূঢ় অহঙ্কৃতি ভদ্র নহু।
শশি শেখর বেরহি বের কহে ॥

১। যব—যখন। নন্দ—সুনন্দন—নন্দের সুপুত্র—শ্রীকৃষ্ণ।
৪। ভালে—কপালে। উঠায়লি—উঠাইলে। ভাঙ—ভ্রূ।
৫। অব—এখন। ভেয়—হইল। গর্ব্ব—অহঙ্কার। তুয়া—তোমার।
৬। বিহি—বিধি। চিত—চিত্ত। কিয়া—করিয়াছেন।
৭। অধিরূঢ়—আরোহিত। অহঙ্কৃতি—অহঙ্কার। ভদ্র—মঙ্গলজনক ; ভাল। নহু—নহে।
৮। বেরহি বের—বারম্বার।

প্রবাস।

গান্ধার।

অতি শীতল, মলয়ানিল,
মন্দ মন্দ বহনা।
হরি বৈমুখ, হামারি অঙ্গ,
মদনানলে দহনা॥
কোকিলাগণ, কুহু কুহু স্বরে,
ঝঙ্কারে অলি কুসুমে।
হরি লালসে, তনু তেজব,
পাওব আন জনমে॥
সব সঙ্গিনী, ঘেরি বৈঠত,
গাওত হরি নামে।

প্রবাস লক্ষণ—

"প্রিয়সী ছাড়িয়া প্রিয় দূর দেশে যায়।
তাহাকেই রীত এই প্রবাস কহয়॥"

ভক্তমাল।

১। মলয়ানিল—বসন্তকালের বায়ু। ২। মন্দ—মৃদু। বহনা—বহে।
৩। বৈমুখ—অপ্রসন্ন। হামারি—আমার।
৪। কামাগ্নিতে দগ্ধ করিতেছে।
৬। ঝঙ্কার—ভ্রমরাদির শব্দ। অলি—ভ্রমর।
৭। লালসে—মহা অভিলাষে; মহা অনুরাগে। তনু তেজব—দেহ ত্যাগ করিব। ৮। অন্য জনমে পাইব। পাওব—পাইব। আন—অন্য।
৯। ঘেরি—পরিবেষ্ঠন করিয়া। বৈঠত—বসিতেছে।
১০। গাওত—গাহিতেছে।

যৈখন শুনি, তৈখনে উঠি,
নব রাগিনী গানে ॥
ললিতা কোরে, করি বৈঠল,
বিশাখা ধরে আটিয়া।
শশি শেখর, কহত ধনি,
যাওত জীউ ফাটিয়া ॥*

করুণাশ্রী।

কাঁহা নন্দ কুল চন্দ্র শিখি-পুচ্ছধারী।
মরকত কান্তি কাঁহা নয়ন সুখকারী ॥
কাঁহা মন্দ মুরলীরব যুবতী চিতহারী।
কাঁহা রাসরস নৃত্য কানন বিহারী ॥

১। যৈখন—যেক্ষণে; যখন। তৈখণে—তৎক্ষণাৎ।
৩। কোরে—ক্রোড়ে। ললিতা—শ্রীরাধিকার সখী।
৪। বিশাখা—শ্রীরাধিকার সখী।
৬। যাওত—যাইতেছে। জীউ—জীবন; হৃদয়।
* কীর্ত্তনগায়কগণ কিন্তু এই পদের প্রথমে নিম্নলিখিত চরণ উল্লেখ করেন।
"আর কিছু ভাল লাগে না"
৭। কাঁহা—কোথায়। নন্দকুলচন্দ্র—নন্দরাজবংশের চন্দ্রমা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। শিখিপুচ্ছধারী—ময়ুর পুচ্ছ শ্রীকৃষ্ণের চূড়ার অলঙ্কার সুতরাং তাঁহাকে শিখিপুচ্ছধারী বলা হইয়াছে। ৮। মরকত—মণি বিশেষ। কান্তি—বর্ণ। নয়নসুখকারী—নয়নানন্দবর্দ্ধক। ৯। মন্দ—মৃদু। চিতহারী—চিত্তহরণকারী। ১০। কানন বিহারী—কাননে যিনি বিহার করেন।

কাঁহা নিখিল রোগহর জীবন রক্ষৌষধি।
কাঁহা তোহারি বন্ধুসখি আমার সেই মহানিধি ॥
কাঁহা মদন গর্ব্ব হর প্রেম অভিলাষী।
কাঁহা রসিক নাগর গুরু গিরীন্দ্র বিলাসী ॥
কাঁহা পীত বসন পরিধান গুণরাশি।
শশি শেখর কহই নব রঙ্গ পরকাশি ॥

সুহিনী।

যুবতী জাতি, কঠিন অতি,
বজর জিতি বুকরে।
পাষাণ হোলে, ফাটিয়া যেত,
পাইলে এত দুখরে ॥
কানুর সঞে, পিরীতি করি,
ঘেরিল বড় দুখেরে।
সফরি জনু, ভোজন কালে,
বড়শী লাগে মুখেরে ॥

১। নিখিল—সমস্ত। রোগহর—রোগহরণকারী। রক্ষৌষধি—রক্ষার ঔষধি।
২। তোহারি—তোমার। মহানিধি—অমূল্যরত্ন।
১—৬। নিম্নলিখিত পদের ভাব গৃহীত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।
C. F. ক নন্দ কুল চন্দ্রমাঃ ক সখি চন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ ক মন্দ মুরলীরব কম্বু সুরেন্দ্র নীলদ্যুতিঃ। ক রাস রস তাণ্ডবী ক সখি জীব রক্ষৌষধি নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক তব হন্ত হা ধিগ্বিধিং॥ পদামৃতসমুদ্র।
৬। পরকাশি—প্রকাশ করিয়া। ৭-৮। যুবতী জাতির হৃদয় এত কঠিন যে বজ্র তাহার কাছে পরাজিত। ১১। সঞে—সঙ্গে।

ফুল ভেল, শূল সম,
হার ভেল ভার রে।
বঁধু বিহনে, সকলি দেখি,
উলটি ব্যবহার রে॥
ময়ূর নাহি, পুচ্ছ ধরে,
কোকিলে নাহি গান রে।
বিরহ দেখি, মদন আসি,
দ্বিগুণ দহে প্রাণ রে॥
বাদীর মনে, বিধির মনে,
একই হোল সোই রে।
নহিলে মোর, তেমন বঁধু,
এমন কিয়ে হোই রে॥
চলহুঁ সখি, সবহুঁ মেলি,
বিধির ঠামে যাই রে।
শশিশেখর, কহয়ে বিধি,
বিধির বিধানে নাই রে॥

১। ভেল—হইল। ৪। উলটি—বিপরীত।
১২। কিয়ে—কি। হোই—হয়।
১৩। চলহুঁ—চল। সবহুঁ মেলি—সকলে একত্র হইয়া।
১৪। ঠামে—স্থানে।

সুহই।

শীতল তছু অঙ্গ হেরি, পরশ রস লালসে,
তেজি কুল ধরম গেল নাশে।
সোই যদি তেজল, কি কাজ এ জীবনে,
আনহ সখি গরল করি গ্রাসে॥
প্রাণ ভেল অধিক মঝু, কাহে কহোরে সখি,
মরিলে পুন করিহ ইহ কাজ।
আনলে নাহি দাহবি, নীরে নাহি ডারবি,
এ তনু রাখবি ব্রজ মাঝ॥
আমারি দুন বাহু ধরি, সুদৃঢ় করি বান্ধবি,
শ্যামরূপ তরু তমাল ডালে।

১। তছু—তাহার। গীতরত্নাবলীতে "হেরি" স্থলে "বলি" পাঠ পরিদৃষ্ট হয়। পরশ—স্পর্শ। লালস—ইচ্ছা।

২। পাঠান্তর—"করল কুল ধরম গুণ নাশে।"—গী, র, ব।

৩। সোই—সে। "সোই" স্থলে "সো"—গী, র, ব। তেজল—ত্যাগ করিল। "এ" স্থলে "ইহ" পাঠও আছে।

৪। "আনহ" স্থলে "আনলো"—গী, র, ব। গ্রাস—গিলিয়া ফেলা।

৫। ভেল—হইল। মঝু—আমার। কাহে—কেন। কহোরে—বলিতেছ।

৬। করিহ—করিও। ইহ—এই।

৫-৬। বিভিন্ন পাঠ—"প্রাণাধিকা রে সখি, কাহে তোরা রোয়সি,
মরিলে করবি ইহ কাজে।"—গী, র, ব।

৭। আগুণে আমার দেহ দগ্ধ করিও না বা জলে নিক্ষেপ করিও না। আনলে—আগুণে। ডারবি—নিক্ষেপ করিবে। দাহবি—দগ্ধ করিবে।

৮। পাঠান্তর—"রাখবি বরজ কি মাঝে।"—গী, র, ব। রাখবি—রাখিবে।

৯। "আমারি" স্থলে "হামারি"—গী, র, ব। দুন—দুই। সুদৃঢ়—বেশী শক্ত। বান্ধবি—বাঁধিবে। ১০। শ্যাম বর্ণের তমাল তরুর ডালে। "শ্যামরূপী" পাঠও দেখা গেল।

প্রতি দিবস সবহুঁ মেলি, আয়বি দেখবি,
শয়ন তেজি উঠিয়ে উষাকালে ॥
এ গজমতি হার লেহ, আপন গলে ধারবি,
তোরে এক চিহ্ন দিয়ে যাই ।
সকল সঙ্গিনী মেলি, স্থির করবি রে সখি,
নাম থু'ও অভাগিনী রাই ॥
বিশাখা বলয় লেহ, অঙ্গুরী অঙ্গদেবি,
নাসা অভরণ লেহ চিত্রা ।
মোর অভরণ লেহ, নিজ অঙ্গে ধারহ,
সুদেবী অতি নির্ম্মল চরিত্রা ॥
এত কহি অঙ্গ সঞে, খুলি সব ভূষণ,
দেই নিজ সখিগণে বাঁটি ।

১। সবহুঁ—সকলে। আয়বি—আসিবে। দেখবি—দেখিবে।
১-২। গীতরত্নাবলীতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পাঠ পরিলক্ষিত হয়।
"ললাট হৃদি বাহু মূলে, শ্যাম নাম লেখবি,
তুলসী দাম দেয়বি গলে ॥"
৩—১৪। গীতরত্নাবলীতে নাই।
৩। লেহ—লহ। ধারবি—ধারণ করিবে।
৭। বিশাখা ও অঙ্গদেবী—শ্রীরাধিকার সখীগণ। বলয়—বালা।
৮। চিত্রা—শ্রীরাধিকার সখী। অভরণ—অলঙ্কার।
৯। ধারহ—ধারণ কর।
১০। সুদেবী—শ্রীরাধিকার সখী।
১১। সঞে—হইতে।
১২। বাঁটি—বিভাগ করিয়া।

পাণি তলে ঘাত, মণি মাথ পর হানই,
শশিশেখর মরয়ে জীউ ফাটি ॥ *

১। হানই—আঘাত করে। ২। জীউ—বুক। মরয়ে—মরিয়া যায়।

* গীতরত্নাবলীতে বিদ্যাপতির ভণিতা আছে। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ মহাশয় তাঁহার সংস্করণে কিন্তু এই পদটি সন্নিবেশিত করেন নাই। ইহা না করিবার কারণও বোধ হয় আছে। বিদ্যাপতির এই ভাবের পদ যাহা উক্ত সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেই অনুমিত হইবে যে, এ পদটি তাঁহার রচিত না হইতেও পারে।

C. F. "মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব ॥
তোমরা যতেক সখি থেকো মঝু সঙ্গে।
মরণ কালে কৃষ্ণ নাম লিখো মঝু অঙ্গে ॥
ললিতা প্রাণের সহি মন্ত্র দিয়ো কাণে।
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণনাম শুনে ॥
না পোড়াইও রাধা-অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে ॥
সোই ত তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরত তনু মোর তাহে জনু রয় ॥
কবহুঁ সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পায়ব হাম পিয়া-দরশনে ॥
পুন যদি চাঁদ মুখ দেখনে না পাব।
বিরহ আনল মাহ তনু তেয়াগিব ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন নরনারী।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারী ॥"

আর একটি পদের সহিতও তুলনা করা যাইতে পারে। এটি আধুনিক।

"দেহ দাহন করোনা দহন দাহে।
ভাসাইওনা মোরে যমুনা প্রবাহে ॥

মাথুর।

গান্ধার।

চির দিবস ভেল হরি, রহল মথুরাপুরি,
অতয়ে হাম বুঝিয়ে অনুমানে।
মধুনগর যোষিতা, সবহুঁ তারা পণ্ডিতা,
বান্ধল মন সুরত রতি দানে॥

সব সহচরী, দুটি করে ধরি,
বাঁধিও তমাল ডালে॥
যদি এই বৃন্দাবন স্মরণ করি,
আসে গো আমার প্রাণের হরি,
বন্ধুর শ্রীঅঙ্গ সমীর পরশে শরীর
জুড়াইব সেই কালে॥

গীতরত্নাবলীতে ভণিতা আছে এইরূপ—

"ললিতা লেহ কঙ্কণ, বিশাখা লেহ অঙ্গুরী,
চিত্রা লেহ নির্ম্মল চুরিতে।
বিরহ অনলে রাধে, সততহি কাতর,
শুনি শেল বিদ্যাপতি চিতে॥"

মাথুর—মথুরা সম্বন্ধীয়। ইহাকে বিরহ বলা যাইতে পারে।

১। ভেল—হইল। রহল—রহিল। ২। অতয়ে—অতএব। হাম—আমি। বুঝিয়ে—বুঝিতেছি। ৩। মধুনগর—মথুরানগর। যোষিতা—নারী। সবহুঁ—সকলে। পণ্ডিতা—নিপুণা।
৪। বান্ধল—বাঁধিল। সুরত—স্ত্রীসংসর্গ।

গ্রাম্যকুল বালিকা, সহজে পশু পালিকা,
হাম কিয়ে শ্যাম সুখ ভোগ্যা।
রাজকুল সম্ভবা, ষোড়শী নব গৌরবা,
যোগ্য জনে মিলয়ে যেন যোগ্যা॥
তত দিবস জীবই, নিম্বফল চাখই
অমিয়া ফল যাবত নাহি পাওয়ে।
অমিয়া ফল ভোজনে, উদর পরিপূরণে,
নিম্ব ফল দিকে নাহি ধাওয়ে॥
তাবত অলি গুঞ্জরে, যাই ধুতুরা ফুলে,
মালতী ফুল যাবত নাহি ফুটে।
রাই মুখ কাহিনী, শশিশেখর শুনি শুনি,
রোখে ধনী কহয়ে কিছু ঝুটে॥

১। গ্রাম্য কুল বালিকা—পল্লীগ্রামের বালিকা। পালিকা—পালন করে যে।
২। হাম—আমি। কিয়ে—কি। ভোগ্যা—ভোগ করিবার অধিকারিণী।
৩। রাজকুল সম্ভবা—রাজকুলে উৎপত্তি।
৫। জীবই—(এখানে) অতিবাহিত করে। চাখই—চাকিয়া; স্বাদ গ্রহণ করিয়া। ৬। অমিয়া—অমৃত। যাবত—যতদিন। নাহি পাওয়ে—না পায়। ৭। পরিপূরণে—পরিপূর্ণ হইলে।
৮। ধাওয়ে—ধাবিত হয়। "ধাওয়া" স্থলে "চাওয়ে"—পদার্ণবসারাবলী।
৯। তাবত—ততদিন। অলি—ভ্রমর। গুঞ্জরে—শব্দ করে।
১২। রোখে—রাগে। ধনী—শ্রীরাধিকা। ঝুটে—মিথ্যা কথা।
পাঠান্তর—"রোখ ভরে কহয়ে কি ঝুটে,"—প, সা, ব।

কামোদ।

হে বজরকায়ী ক্ষিণ, রাই তনু দুবরি,
পিরীতি লেহ জন্য বধভাগি।
কুলিশ তনু ভার, চিরকাল সুখ গোকুল,
কুবুজা বধূ সুখ ভারি॥
আধ জল কালিন্দী, কিনারে কুল কামিনী,
নলিনী দল শেজ গড়ি যাই।
রঙ্গরতি কস্তুরী, বিশাল মতি মাকুলং,
বোধে মতি বোলে বল রাই॥
সবহুঁ ব্রজ বালকং, বিথার ব্রজ মণ্ডলে,
সুবল বটু সংশয় নিদানং।
শারি শুক কপোত কুল, তুহুঁ লাগি সমাকুলং
কোকিলা না করতহি গানং॥
ধেনু সব উর্দ্ধ মুখ, বৎস মথুরা পথ,
ভক্ষ দূর নয়নে বহে বারি।

১। বজরকায়ী—বজ্রের ন্যায় দেহ অর্থাৎ কঠিন হৃদয়। দুবরি—দুর্ব্বল।
২। লেহ—প্রেম। ৩। কুলিশ—বজ্র। ৫। কালিন্দী—যমুনা।
৬। নলিনীদল—পদ্মপত্র। শেজ—শয্যা।
৭-৮। অর্থাগম হইল না।
৯। সবহুঁ—সমস্ত। বিথার—বিস্তার। ১০। সুবল—শ্রীকৃষ্ণের সখা।
বটু—বিপ্র। সংশয়—সন্দেহ। নিদান—কারণ।
১১। কুল—সমূহ। সমাকুল—সমভাবে আকুল। তুহুঁ লাগি—তোমার জন্য। ১২। করতহি—করে। ১৩। বৎস—শিশু।
১৪। ভক্ষ—আহার্য্য দ্রব্য। বারি—অশ্রু।

বৃক্ষ সব নব্যগত, পল্লব না প্রফুল্লিত,
শশিশেখরে বিরহ দুখ ভারি ॥

গান্ধার।

নৃপতি সুখ বাঞ্ছা যদি,
ব্রজে কি আশা পুরে নাই হে।
গোপকুলে বসতি,
কেবা নন্দ ঘোষে কয়না হে ॥
রাই ছোড়ি রহলি ভুলি,
তাই কি মনে লয় না হে।
কিন্তু হরি চাহসি যদি,
কুবুজা সম মেলে না হে।
হে বজর কায়ী, রাই ক্ষীণ দুর্ব্বরী,
পিরীতি লেহ জন্য বধ ভাগি, এখন তুহলি শ্যাম।
সবহুঁ ব্রজ বালক মেলি, বিথার বিরহানলে,
সুবল বটু সংশয় নিদান, ইহাই দেখে এলাম ॥
ধেনু সব উর্দ্ধ মুখে, চাহে মথুরা পথে,
তব বিরহে তৃণ নাহি খায়ে।

১। নব্যগত—(নু = স্তব) স্তবে রত ; নত।
৩। নৃপতি—রাজা। বাঞ্ছা—ইচ্ছা। ৫। বসতি—উৎপন্ন ; বাস।
৭। ছোড়ি—ত্যাগ করিয়া। রহলি—রহিয়াছ। ৯। চাহসি—ভাল করিয়া দেখ। ১১। বজরকায়ী—বজ্রহৃদয়। দুর্ব্বরী—দুর্ব্বল।
১২। লেহ—প্রেম। তু—তুমি। ১৩। সবহুঁ—সকল।
বিথার—বিস্তৃত ; তাপিত। ১৪। সুবল—শ্রীকৃষ্ণের সখা।
বটু—ব্রাহ্মণ। সংশয়—সন্দেহ। নিদান—কারণ।
১৬। খায়ে—খায়।

অনিবার বারি ধারা, বহে দুটি নয়নে,
দশ দিশ ঘন ঘন চায়ে ॥
আধ জল কালিন্দী, কিনারে কুল কামিনী,
নলিনী দল শেজে গড়ি যাই, রাই ধনী পড়ি আছে।
দুতীক বচন শুনি, শ্যাম সুনাগর,
বিনয় করি কহয়ে কিছু পাছে ॥
শশিশেখর বাণী, এহ রস কাহিনী,
মধুপুরী তেজহ শ্যাম রায়।
রাই কাতর তব, শুন ওহে মাধব,
এহেন উচিত তব নয় ॥

সম্ভোগ।

করুণাশ্রী।

যেই যে নাগরী, আরাধিল হরি,
নিশ্চয় কহিনু তোরে।
প্রাণের গোবিন্দ, পাইয়া আনন্দ,
সঙ্গতি লইল যারে ॥

১। অনিবার—অনবরত। ২। দিশ—দিক। ৩। কালিন্দী—যমুনা।
৪। নলিনী দল—পদ্মপত্র। শেজে—শয্যায়। ৫। দুতীক—দুতীর।
৬। কহয়ে—বলেন। ৮। মধুপুরী—মথুরাপুর। তেজহ—ত্যাগ কর।
১১। আরাধিল—আরাধনা করিল। ১২। কহিনু—কহিলাম।
১৪। সঙ্গতি—সহবাস।

আমা সবাকারে, পরিহরি দূরে,
তোরে লৈঞা সঙ্গোপনে।
মদন বিলাস, করে পরকাশ,
বুঝিলাম অনুমানে॥
রমণী রমণ, দুহুঁ পদ চিহ্ন,
পড়িয়া আছয়ে পথে।
সফরী পতাকা, ধ্বজ ঊর্দ্ধ রেখা,
বজর অঙ্কুশ তাতে॥
আমরা গোপিনী, সবে ভাগিহিনী,
ভাগ্যবতী এই নারী।
শশী কহে সতী, বরজ যুবতী,
তাহে অনুকূল হরি॥

বিহাগড়া।

হের দেখ সিয়া, মোমনু হাসিয়া,
গবাক্ষ দুয়ারে রাই।
প্রাণনাথ সনে, একত্র শয়নে,
মানিনী হৈয়াছে রাই॥

১। পরিহরি—পরিত্যাগ করিয়া। ২। লৈঞা—লইয়া। সঙ্গোপনে—বিরলে। ৩। পরকাশ—প্রকাশ। ৫। দুহুঁ—দুই।
৬। আছয়ে—আছে। ৮। বজর—বজ্র। অঙ্কুশ—ডাঙ্গশ।
৯। ভাগিহিনী—ভাগ্যহীনা। ১১। সতী—পতিব্রতা। দ্বিতীয় অর্থ সত্য। বরজ—ব্রজ। ১৩। মো মনু—আমি মরিলাম। ১৪। গবাক্ষ—জানালা।

এ কি প্রেমের কুটিল গতি !
নহিলে বা কেনে, দুহাঁর মিলনে,
কলহ উপজে নিতি ॥
আপনার নখ, পদ পরতেক,
হেরিয়া নাগর উরে।
কানু পিঠ করি, বসিলা সুন্দরী,
নাগর কাঁপিছে ডরে ॥
কত পরকারে, অনুনয় করে,
অধীন হইয়া হরি।
শশী বলে মান, হব সমাধান,
কেমন উপায় করি ॥

সৌরাষ্ট্রী।

তলপ রচিয়া রসের ভরে।
আপনার তনু ধরিতে নারে ॥
সখীগণ সঙ্গে সঙ্গীত গায়।
কেহ তান ধরে কেহ বাজায় ॥
আনে নাচাইয়া আপনি নাচে।
স্বেদ জল নীল বসনে মুছে ॥

২। দুহাঁর—দুই জনের। ৩। কলহ—বিবাদ। উপজে—উৎপন্ন হয়; জন্মায়। নিতি—প্রত্যহ; নিত্য। ৪। পরতেক—প্রত্যেক। ৫। উরে—বক্ষস্থলে। ৭। ডরে—ভয়ে। ৮। পরকারে—প্রকারে। ১০। সমাধান—শেষ। ১২। তলপ—শয্যা। রচিয়া—প্রস্তুত করিয়া। ১৬। আনে—অন্যকে। ১৭। স্বেদ—ঘাম।

কর্পূর সহিত খপূর পান।
খায় হাসে ভাসে রসের প্রাণ॥
সখীগণ সঞ্জে পাশক খেলে।
বপুপণে শশীশেখর বলে॥

সমাপ্ত।

১। খপূর—সুপারি। ৩। সঞ্জে—সঙ্গে। পাশক—পাশা।
৪। বপুপণে—শরীর পণ করিয়া।